কোন পক্ষ নয়, নিরপেক্ষ খবরের সন্ধানে, সকাল থেকে সন্ধ্যা নিরন্তন নজরে

সুপ্রভাত বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্র

supravatbangla.com

সুপ্রভাত বাংলা | বর্ষ- ১ সংখ্যা ৩৩৩ - সোমবার ০১ জুন ২০২৬ - ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩- বঙ্গাব্দ | PRGI No. WBBEN/25/A1519 | মূল্য ৪ টাকা ৪ পাতা

শাসক যখন জল্লাদ অভিষেক হেনস্থায় মন্তব্য মমতার

ডুবে মৃত্যু ছেলে -বাবা- সহ 5 জনের

পুলিশের জালে বিপুল গাঁজা, ধৃত 2

পুরুষ অ্যাকাউন্টে ঢুকছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, গ্রেফতার 4

কাটমানি ফেরত চাইতেই হুমকি তৃণমূল নেতার

সুপ্রভাত বাংলাঃ [illegible]

প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করতে ৪ শীর্ষ আধিকারিককে সাসপেন্ড করলো শুভেন্দু

সুপ্রভাত বাংলাঃ লাবনী মান্নাঃ [illegible]

জুলাই থেকেই স্মার্ট মিটার ২.৭ লক্ষ গৃহস্থ গ্রাহকের জন্য রুফটপ সোলার সিস্টেম

সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ [illegible]

সিঙ্গুরে আবার ফিরবে টাটা বার্তা দিলেন শমীক

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিউজ ডেস্কঃ [illegible]

বারো বছর পূর্তি কেন্দ্রীয় সরকারের বহু প্রোগ্রাম নিল রাজ্য বিজেপি

সুপ্রভাত বাংলাঃ মোদি সরকারের ১২ বছর পূর্তি। সারা দেশের পাশাপাশি বাংলাতেও একাধিক কর্মসূচি নিল বিজেপি। ৫ জুন থেকে ২১ জুন কর্মসূচি। বাংলায় এখন দল ক্ষমতায়, আর তাই মোদি সরকারের ১২ বছর পূর্তিও হতে চলেছে ধুমধাম করেই। আর এনডিএ সরকারের ১২ বছরে জনগণ ও বিজেপির মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে বাংলায় বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচিতে দলের সাংসদ ও বিধায়কদের ময়দানে নামাচ্ছে গেরুয়া শিবির। আর এই বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচির কো-অর্ডিনেশনের দায়িত্ব দেওয়া হল প্রাক্তন সাংসদ তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পরেশ চট্টোপাধ্যায়কে। দলের তরফে বিভিন্ন জেলায় পৌঁছে দিয়েছে সার্কুলার। সার্কুলারে লেখা হয়েছে- বিশ্বাসের, উন্নয়নের ও জনকল্যাণের বারো বছর। বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ১) প্রত্যেক সাংসদকে তাঁদের লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতিটি বিধানসভায় ১ দিন প্রবাস করতে হবে। ২) প্রত্যেক বিধায়ককে প্রতিটি মণ্ডলে ১ দিন করে প্রবাস করতে হবে। ৩) প্রতি জেলায় ৫০০ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ির জনভর এড়ানো, অন্তর্ভুক্তি প্রচার, স্বাস্থ্যবিমার সাহায্য এবং স্বদেশি-স্থানীয়ভাবে নির্মিত পণ্যের ব্যবহারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়া, বিশেষ জনসংযোগ অভিযান ৮ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত চলবে। যে অভিযান পরিচালনা করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ-বিধায়ক, রাজ্যের মন্ত্রী, জাতীয় পদাধিকারী ও প্রদেশ পদাধিকারীরা।

ক্লান্ত মমতা কালীঘাটে আজ আবার বিধায়কদের নিয়ে মিটিং ডেকেছেন

সুপ্রভাত বাংলাঃ [illegible]

সম্পাদকীয়

নতুন ষড়যন্ত্রের জাল লস্কর-ই-তৈবার

শ্রাবণ কুমার বিশ্বকর্মা

বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন করে নিজেদের অবস্থানকে শক্ত করে তোলার চেষ্টা করছে নিষিদ্ধ এই জঙ্গি সংগঠন। সাম্প্রতিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের আফগানিস্তানে একটি নতুন মাদ্রাসা বা সন্ত্রাসী কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। অনুসন্ধানী সংস্থাগুলির মতে, আফগানিস্তান-এর পর এটি এলাকাটির পঞ্চম বড় স্থাপনা, যা নতুন করে তৈরি বা সম্প্রসারিত হয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের সামরিক অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত ঘাঁটিগুলির বিকল্প হিসেবে নতুন এলাকায় নিজেদের নেটওয়ার্ক পুনর্গঠন করার কৌশল নিয়েছে সংগঠনটি। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, আফগানিস্তানের এই নতুন কেন্দ্রটির নামকরণ করা হয়েছে আব্দুল রহমান মক্কির নামে। মক্কি হলেন লস্কর প্রধান হাফিজ সাইদের শ্যালক এবং সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতা। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের নারোওয়ালপুরে জন্মগ্রহণকারী মক্কিকে ভারত ও আমেরিকা উভয় দেশই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তিনি জামাত-উদ-দাওয়া এবং লস্কর-ই-তৈবার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক শাখার নেতৃত্বে ছিলেন। সংগঠনের কৌশল নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং উগ্রবাদী নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বারবার উঠে এসেছে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা রিপোর্টে। সেই কারণেই নতুন মাদ্রাসার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে যাওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা।

তৃণমূল নেতাদের রাস্তায় না-বেরোনোর পরামর্শ

সুপ্রভাত বাংলা: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসা, তৃণমূল নেতাদের নিরাপত্তা, সিআইডি তলব থেকে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ-সবেতেই কড়া বার্তা বারাসাত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের। রবিবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন দিলীপ। অভিষেকের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি না নেওয়ার অভিযোগ থেকে শুরু করে তৃণমূল নেতাদের উপর জনরোষ, নিরাপত্তা প্রত্যাহার এবং দুর্নীতির ইস্যু- প্রতিটি প্রশ্নেই আক্রমণাত্মক সুর শোনা গেল তাঁর গলায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিতর্কে দিলীপের কটাক্ষ, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিজেই ডাক্তার। কেন প্রবুদ্ধ থেকে হবে, তা নিয়েও এমপিদের পরামর্শ দিলেন। যাঁরা কোনও দিন সরকারি হাসপাতালের ছায়া দেখেননি, আজ তাঁদেরই সার্টিফিকেটের জন্য হাসপাতালে যেতে হচ্ছে!" আনিস খানের প্রসঙ্গে বিস্ফোরণের সুরে তিনি বলেন, "আজ পুলিশ যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তার জন্য দায়ী কে? ১৫ বছর ধরে তৃণমূল পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি। এখন হাসপাতাল, পুলিশ, ডাক্তার—সবই খারাপ হয়ে গেল? এসব বাটিক দেখতে হচ্ছে।" অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার প্রসঙ্গে দিলীপ সরাসরি বলেন, "ভিডিও হয়ে গিয়েছিলেন তো? তিনি সারা জীবন জনগণ, পুলিশ নিরাপত্তার মধ্যে রাজনীতি করেছেন। তিনি জনগণের কী জিনিস বুঝবে পারেননি। কুনাল ঘোষরা একসময় বলতেন, বিজেপি কর্মীরা জনগণের আক্রমণ হয়েছেন। এবার দেখুন জনগণের কাছে যায়।" বাঁকিপুরে ঘটা সংঘর্ষের প্রসঙ্গে, "মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে, কিন্তু কেউ যেন রাগের মাথায় আইন তুলে না নেন। সরকারের উপর ভরসা রাখুন।"

গণতন্ত্রে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বার্তা

সুপ্রভাত বাংলা: সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে তথ্য রাখতে গিয়ে গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা ওপর বিশেষ জোর দেন। রাজ্যপাল সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সংবাদমাধ্যমের মূল দায়িত্ব হল সমাজের প্রকৃত চিত্রটি সাধারণ মানুষের সামনে নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরা। তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রতিটি দিক তুলে ধরা এবং জনমানসে বিভ্রান্তি, সামাজিক ক্ষয় প্রচার করাই আধুনিক সাংবাদিকতার মূল আদর্শ হওয়া উচিত।" দেবর্ষি নারদকে বিশ্বের প্রথম সাংবাদিক ও যোগাযোগের প্রবীণ মিডিয়া উল্লেখ করে রাজ্যপাল বলেন, "তথ্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে রীতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আধুনিক সাংবাদিকতার সেখান থেকে প্রেরণা গ্রহণ করা যায়। সেই আদর্শকে সামনে রেখেই আজ সাংবাদিকদের সম্মান জানানোর এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।" তিনি উপস্থিত সকলকে মনে করিয়ে দেন যে, "সমাজে যে কোনও প্রান্তেই, যে কোনও অন্যায় বা অবিচারের মানুষ অসহায় হই না কেন, আমরা সকলেই এক ভারত আমাদের সন্তান।" অনুষ্ঠানের অন্যতম মূল আকর্ষণ ছিল সাংবাদিকদের সম্মাননা প্রদান। সংবাদ জগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা সাংবাদিকদের 'দেবর্ষি নারদ স্বর্ণ জীবন সম্মান 2026' প্রদান করা হয়। আয়োজকদের মতে, সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষ কাজ এবং জনমতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবেই এই বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা সাংবাদিক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের নানা স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

শতদ্রুর অভিযোগের ভিত্তিতে এবার কি অরূপ বিশ্বাস গ্রেফতার হতে চলেছে?

সুপ্রভাত বাংলা: সম্ভবত এবারও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পুলিশকে কোনো না কোনো পদক্ষেপ নিতেই হবে। বুধবারটাতে মেসি-কাণ্ডে শেষ পর্যন্ত বড় পদক্ষেপ পুলিশের। অভিযোগ শতদ্রু দত্তের অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) রুজু করেছে বিধাননগর কমিশনারেট পুলিশ। উল্লেখিত শতদ্রু। সোশাল মিডিয়ায় এফআইআরের কপি শেয়ার করে লিখলেন, সত্যের জয়। একইসঙ্গে এই গ্রেপ্তারি পদক্ষেপের জন্য রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অভেন্দু অধিকারী, বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং রাজ্য পুলিশের তিনিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের ডিসেম্বর মাসে। শতদ্রু দত্তের আমন্ত্রণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম-এর অংশ হিসেবে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ এবং রদ্রিগো দি পল কলকাতায় এসেছিলেন। বুধবারটাতে ১৩ ডিসেম্বরের এই হাই-প্রোফাইল অনুষ্ঠান ঘিরে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় ছুটে। পরদিন এতটাই চড়েছিল যে ১৮ হাজার টাকার টিকিট কালোবাজারির কারণে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয় বলে জানা যায়। কিন্তু তখন অব্যবস্থাপনার কারণে কলকাতার সেই অনুষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত সুপারফ্লপ হয়। গ্যালারি ভেঙে পরে শয়ে দর্শক মাঠে ঢুকে পড়ে। সেদিন কলকাতার তখন বিশৃঙ্খলার ছবি দেখেছিল গোটা বিশ্ব। দেশের বাকি তিন শহর মুম্বই, দিল্লি ও হায়দরাবাদে অনুষ্ঠান সফল হলেও কলকাতায় এই পরিস্থিতির জেরে আয়োজক শতদ্রু দত্তকে সে সময় জেলেও যেতে হয়েছিল। এবার রাজ্যে পালাবদলের পরেই মুখ খুলেছেন শতদ্রু। বেশ কয়েকদিন ধরেই সংবাদমাধ্যমে একের পর বিশ্লেষকের সাক্ষাৎকারও দিয়ে চলেছেন। তাঁর সাফ কথা, তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাঁর কাছে জোরপূর্বক বিপুল সংখ্যক টিকিট ও পাসের দাবি করেছিলেন। শতদ্রুর দাবি, টিকিট নিয়ে আপত্তি জানালে মন্ত্রী রীতিমতো হুমকির সুরে নাকি বলেছিলেন, "এই মাঠ কে জানে, আমি কোন থেকে পারমিশন নেব কেন?" শতদ্রুর আরও অভিযোগ, মন্ত্রী জোর করে মেসির কাঁধে-বুকে হাত দিয়ে ছবি তুলেছেন। তিনিই পরিবারের লোকেদের মাঠে ঢেকে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন আদায় করেছেন।

ধর্ষণের পর হুমকি ২ মাস পর গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার

সুপ্রভাত বাংলা: বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি থেকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত চিকিৎসককে। দুর্গাপুরের তোর্ণ ওমেন হাসপাতালে নিগৃহীতার পরিচয় গোপন রেখে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। নিগৃহীতা হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন তাঁর জবানবন্দি রেকর্ড করেছে। অভিযোগ দায়েরের পরই পদক্ষেপ না করায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল এক মহিলা দুর্গাপুর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি দাবি করেন, 2025 সালের অক্টোবর মাস থেকে অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁর সঙ্গে প্রেমপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। শুধু তাই নয়, ঘটনার কথা কাউকে জানালে সেই সম্পর্কের ভিডিয়ো সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্গাপুর মহিলা থানার পুলিশ প্রাথমিক স্তরে মহিলার (নিগৃহীতার) একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। ধর্ষণ, হুমকি, আঘাত, প্রতারণা সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। তদন্তের স্বার্থে তোর্ণ ওমেন হাসপাতাল কিংবা থানার পক্ষী থেকে শনিবার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটি সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠেছে শুরু থেকেই পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। নিগৃহীতার পক্ষের আইনজীবী হরিপদ কুমার সিং অভিযোগ করেন, অভিযোগ দায়েরের পর প্রায় দুমাস কেটে গেলেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

প্রয়োজনে অভিষেককে হায়দ্রাবাদে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হবে মমতা

সুপ্রভাত বাংলা: নিজস্ব প্রতিনিধি খুবই ছোট সাংবাদিক বৈঠক। সেখানেও প্রবলভাবে আমাদের কাছে কালো আছে। গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যা ঘটেছে তা খুবই নিন্দনীয়। বিরক্তজনক। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি শুধুই জনরোষ না তা পূর্বপরিকল্পিত? সে যাই হোক কলকাতার দুটি বিখ্যাত হাসপাতালে অভিষেকের প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সোনারপুরে জনরোষের মুখে পড়া তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই অবস্থায় তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, "আপাতত বাড়িতেই চিকিৎসা হবে। সাপোর্টিভ অক্সিজেন যা লাগবে বাড়িতেই দেওয়া হবে। প্রয়োজন পড়লে হায়দরাবাদে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হবে অভিষেকের।" হাসপাতাল থেকে অভিষেককে বের করে আনার পর বিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেককে ভর্তি না নেওয়ার পিছনে রাজনৈতিক প্রভাবিত সিদ্ধান্তের অভিযোগ তোলেন তিনি। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বলেন, "বিজেপি সরকারের আচরণে স্তম্ভিত এবং দুঃখিত। একজনের হার্নিয়া হয়ে অসহায় এসেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাতে ভর্তি করা না হয় সেজন্য এর সব হাসপাতাল এবং নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষকে হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ভয় দেখানো হচ্ছে।" তৃণমূল নেত্রীর দাবি, "আটি করছে। এখানে (বেসরকারি হাসপাতাল) আমাদের আইটিইউতে নিয়ে গেল। প্রিন্ট নিল। আমি বলেছিলাম হাসপাতালের শীর্ষ আধিকারিক মিটার টিভিনের সঙ্গে। ফোন এল। ওপারে তিনি সাইন দিলেন। তারপর ভর্তি করল না।" এর পরই তৃণমূল নেত্রী বলেন, "আপাতত বাড়িতেই চিকিৎসা হবে এবং প্রয়োজনে ওঁকে হায়দরাবাদে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হবে।"

কর্মীদের সাহায্য করতে কল্যাণকে নির্দেশ মমতার

সুপ্রভাত বাংলা: নিজস্ব প্রতিনিধি ভোটের ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেছে। প্রায়ই একটা অভিযোগ শোনা, দলের জন্য যে কর্মীদের পুলিশ ধরেছে, তাদের সাহায্য করছে না পুলিশ। এবার ২৬ দিন পরে সেই উদ্যোগ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট পরবর্তী অশান্তির অভিযোগ ঘিরে দলের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দলের লোক-কর্মীদের বেরে গ্রেপ্তার করার ঘটনা। সেই সঙ্গে দলের আইনজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি গড়ে হয়ে গেল নির্দেশ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্রেটারি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কর্মীদের কোনও কোনও মামলায় ফেঁসে গেলে তাঁদের পাশে দাঁড়াবে এই কমিটি। সেই কমিটির কাজ হবে আইনি সহায়তা দেওয়া। জানা গেছে, এই কমিটি এবার ক্রীড়াঙ্গনের অবকাশ দলের। ভোট পুরোপুরি মেটানোর আগেই নিয়ে আইনি লড়াই শুরু করে দেবে তৃণমূল। ইতিমধ্যে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কি ধরনের মামলা প্রস্তুতি হচ্ছে? ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের ইস্যুতে তৃণমূল ২০২১ সালের পরবর্তী পরিস্থিতিকে সামনে রেখে পুরনো মামলা নতুন করে খোলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিরোধীর অভিযোগ, গত বিধানসভা ভোটের সময় পালাবদলের সময় মুখ্যসচিব তৃণমূল যে জোরদুষ্ট করেছে তার ক্ষেত্রে অনেক মামলা করা যাবে। সেইসব মামলা নতুন করে সক্রিয় হচ্ছে। তৃণমূলের আইনজীবী সেলের অভিযোগ, এই সূত্রেও অনেকগুলি মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এ নিয়ে বিরোধীদের বিপাকে ফেলছে তৃণমূল। এ নিয়ে আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার কর্মীদের কাছে আবেদন করেছেন, যে কোনো এই কাজের জন্যেই যেন যাচ্ছেন সেই মামলার নথি তাঁকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। দীর্ঘদিনীন অবকাশের শেষে আদালতে প্রত্যাবর্তনের ছবি জমিতে আসলেন তৃণমূল।

বিজেপি করার অপরাধে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে পরপর বোমাবাজি

সুপ্রভাত বাংলাঃ নদিয়া: ক্ষমতা হারানোর কয়েদি তৃণমূলের সন্ত্রাস, এবার বিজেপি করার অপরাধে বিজেপি কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে পরপর বোমাবাজি। চরম আতঙ্কে গোটা এলাকাবাসী। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর থানার নবদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিয়া পৌরাণ পল্লী এলাকার। জানা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা জীবন দাস। তিনি একজন সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। তৃণমূল আমলেও সন্ত্রাস উপেক্ষা করে তিনি বিজেপি করে গেছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, আমরা যারা বারা বিজেপি করতাম সেই অপরাধে আমাদের ক্লাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হতো। এলাকায় তৃণমূল নেতা নরোত্তম ঘোষ অর্থাৎ নরু মন্ডল নামে পরিচিত। তার দলবল গোটা এলাকা জুড়ে সন্ত্রাস চালাতো বলে অভিযোগ। ভোট দিতে গেলে ক্যামেরায় ছবি তুলে দেখাতে হতো তাদের। শুধু তাই নয় এলাকার বয়স্ক মানুষদের ক্লাবে ঢুকিয়ে নিয়ে গিয়ে মারধর। প্রতিবাদ করলে প্রাণে মেরে ফেলা হুমকি চলতো। সেই ভয়ভীতি উপেক্ষা করেও এলাকার মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসেও তৃণমূলের সন্ত্রাস একটুকু কমেনি। এখনো ভয়ে ভীত হয়ে রয়েছে এলাকাবাসী। তার কারণ তাদের মনে যাতের অন্ধকারে গোটা এলাকা কাঁপিয়ে বেড়ায় নয় মোটের দলবল। কিন্তু বলাবাহুল্য মারধোর শুরু করে। গতকাল রাতেও বিজেপি কর্মী জীবন দাসের বাড়িতে বোমাবাজি করেছে তারা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে, শান্তিপুর থানার পুলিশ। পুলিশ এসে বোমাবাজির নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি কে বা কারা ঘটিয়েছে এই ঘটনা তা জানতেও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে

এবার সুন্দরবনে গ্রেফতার জমি মাফিয়ার ভাই

সুপ্রভাত বাংলাঃ হাসানুজ্জামান উত্তর ২৪ পরগনা: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে হিঙ্গলগঞ্জের জমি মাফিয়া জাপান মন্ডল এবং তোফাজল মন্ডল ওরফে তাজ ভাই তৃণমূল আমলে শাসকদলের ক্ষমতাপ্রিয়তায় জাপান মন্ডল বহু দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এলাকার সাধারণ মানুষের অভিযোগ এবং লিখিত পড়া মনুষ্যদের জমি কেড়ে নিতে বেআইনিভাবে কখন করে জাপান মন্ডল নিজের সম্পত্তি বহুগুণ বাড়িয়েছে। অভিযোগ করলে পরে। ইতিমধ্যে থেকে নদী বাঁধ কাটার অপরাধে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ জাপান মন্ডলের ভোটার তৃণাঙ্ক মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে। তৃণাঙ্ক মন্ডল কে গ্রেফতার করেছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ, সহযোগিতায় বিশ পঞ্চায়েতের আমবেড়িয়া থেকে। এই তৃণাঙ্ক মন্ডলের মাধ্যমে জাপান মন্ডল এলাকায় বহু সম্পত্তি গোপনে জমা করেছে। এই জাপান মন্ডল শাসকদলের ঘনিষ্ঠ। এই জাপান মন্ডলের নামে ২০২১ সালের ভোটে পরবর্তী সন্ত্রাসের বহু অভিযোগ থানায় জমা পড়েছে। এলাকার বহু হিঙ্গলগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। এলাকায় এই জাপান মন্ডলের নামে তোফাজল বাহী হয়েছে। এলাকা এলাকায় মানুষ এই জাপান মন্ডলের বিরুদ্ধে কীভাবে সম্ভব হয়েছিল। প্রশ্নকারী হওয়ায় পুলিশ প্রশাসন তার অনুকূল ভিত্তিতে কাজ করেছে। সাধারণদের দেখে জাপান মন্ডল এলাকার অভিযোগকারীদের তুলে নিয়ে যেত। এবং ঘটনা জানাজানি হলে হাতে মারার হুমকি দিত। এই জাপান মন্ডল বহু বার্ষিক দুর্নীতির সেখানেইতে যুক্ত। বিগত ১২ বছর ধরে জাপান মন্ডল যে জীব সম্পন্ন পরিবেশ তৈরি করেছিল সাধারণ মানুষ আজ তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছে এবং জাপান মন্ডলের প্রোমোটার দখিয়ে হিঙ্গলগঞ্জের অধিকাংশ পরিবার বিক্রয়ের শুরু হয়েছে। মানুষের পক্ষেও জাপান মন্ডলকে অধিকারে প্রোমোটার করতে হলে এবং তার সিলমোহর শক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ও তার সম্পত্তির সহায়তা অন্যত্র অধিকার সেখানে অবশ্য জমা সম্পত্তি সাধারণ মানুষকে ফেরত দিতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ ভাবি ফেরত দিয়েছিল। এবং তার সম্পত্তি বৃদ্ধির অন্যত্র করতে হবে। সাধারণ মানুষ তৃণাঙ্ক মন্ডল এবং ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বাসন সিনা অন্যত্রের আমার অধিকার প্রকাশের করা হয়েছে। আমার অধিকার ফিরিয়ে আনার পাশে, সাধারণ মানুষদের সাথে পাশে থেকে করা দরকার, এবার বিশ্বাস না।।

ত্রাণ চুরির অভিযোগে মথুরাপুরের সাংসদের অফিসে তাণ্ডব

সুপ্রভাত বাংলাঃ সানওয়ার হোসেন, মথুরাপুর: সরকারি ত্রাণ সামগ্রী আত্মসাৎ ও ব্যক্তিগত কার্যালয়ে মজুত করে রাখার গুরুতর অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্রপুর এলাকা। রবিবার সন্ধ্যায় মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ বাপি হালদারের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালান স্থানীয় উত্তেজিত বাসিন্দারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র উত্তেজনা ও তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মথুরাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী বা সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, সাম্প্রতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও এলাকার দুর্গত সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী সাধারণের মধ্যে বণ্টন না করে, সাংসদ বাপি হালদার নিজের দলীয় কার্যালয়ে অবৈধভাবে মজুত করে রেখেছিলেন। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়েই রবিবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রপুরে অবস্থিত সাংসদের কার্যালয়টির সামনে জড়ো হন এলাকার শত শত মানুষ। এরপরই উত্তেজিত জনতা কার্যালয়টির ফেন্সিং ভাঙা শুরু এবং ব্যাপক ভাঙচুর শুরু করে। উত্তেজিত জনতার তল্লাশিতে ওই দলীয় কার্যালয়ের ভেতর থেকে প্রচুর পরিমাণে সরকারি ত্রিপল, শুকনো খাবার এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন-সহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শাসক দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির। স্থানীয় বিজেপি নেতা পলাশ রানা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দাবি করেছেন যে, এলাকার দুর্গত মানুষদের ত্রাণ সামগ্রী না দিয়ে মথুরাপুরের তৃণমূল সাংসদ নিজের কার্যালয়ে তা মজুত করে রেখেছিলেন। মজুদ থাকা সেই ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করতে এবং আমজনতার হকের পাওনা বুঝে নিতেই স্থানীয় মানুষ এদিন সাংসদ কার্যালয়ে ছোটে ছোটে পড়েন। যদিও তাঁর কার্যালয়ে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখার সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন সাংসদ বাপি হালদার। পাল্টা সুর চড়িয়ে তিনি একে বিরোধীর পরিকল্পিত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হামলা বলে দাবি করেছেন। সাংসদের অভিযোগ, বিরোধীরা পতাকা হাতে এবং জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনার সময় কার্যালয়ে মাত্র চার-পাঁচজন তৃণমূল কর্মী উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের ওপর নির্মমভাবে মারধর চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে এই ধরনের হিংসার কোনো স্থান নেই। এঁরা রাজনৈতিক কোনো দলের লোক হতে পারে না, এঁরা আসলে দুষ্কৃতী। বিরোধী যদি সত্যিই কোনো রাজনৈতিক দল হয়, তবে এই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। একই সাথে এই ঘটনার বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে জোরালো আর্জি জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনার পর থেকে কৃষ্ণচন্দ্রপুর ও সংলগ্ন মথুরাপুর এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে গোটা এলাকা জুড়ে পুলিশ ও সিআরপিএফ টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। এই হামলার সাথে জড়িত প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে এবং ঘটনার নেপথ্যের আসল কারণ খতিয়ে দেখতে মথুরাপুর থানার পুলিশ একটি তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলাদেশিদের ভিড় বিএসএফ নিয়ে গেল ৮০ অনুপ্রবেশকারী কে

সুপ্রভাত বাংলাঃ গতকালের ঘটনা পাটে গেল আজ সকাল থেকে কিছু জনাকে বাংলাদেশীর ভারিমপুর ক্যাম্প সেকেন্ডিয়ার ২৪ পরগনার বনগাঁয়ের মহকুমার বারাসাতের থানার বিশাই হরিনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুর সেনা সেনাই সীমান্ত বাংলাদেশ সীমান্ত গতকাল থেকে আজ মধ্যরাত পর্যন্ত গোল হাজিমতে ৯০ জন বাংলাদেশের মধ্যে ৮০ জন কে ১৪৫ নম্বর বিএসএফের ক্যাম্প গাড়ি করে নিয়ে গেল সেই জনতা সেনা গেল হাকিমপুর সেকেন্ডারেটে সকাল হয়েই সেখানে কিছু জনাকে বাসা ভাড়িয়ে কিন্তু বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা ঘটেছে বাংলাদেশি। তারা বিভিন্ন সময় কালাম আবদুর এই সীমান্ত দিয়ে ঢুকেছিল। সবাইকে যাতে বাড়ি ফিরতে পারে তার জন্য তারা স্বজনদারে হাকিমপুর সীমান্তটাকে থেকে নিয়েছে নতুন করে সকালে আবার কিছু জনাকে বাংলাদেশীরা, সেই জন ছুটে এসেছে সীমান্ত থেকে।

তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত বিজেপির সংখ্যালঘু কর্মীরা

সুপ্রভাত বাংলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত নবজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ভাদো গ্রামের ঘটনা স্থানীয় সূত্রে জানা যায় পশ্চিম ভাদো গ্রামে বিজেপির একটি উন্নয়নমূলক বুথ মিটিং চলছিল আজ রাত্রে সন্ধ্যে আটটা নাগাদ ঠিক সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এসে অতর্কিত হামলা চালায় সেখানে ঢাল ইট নিয়ে বেপরোয়া মারধর করা হয় ঘটনায় গুরুতর আহত হয় ছয়জন আহতরা হলেন নুরুজামান বিন হাসান বয়স ২৫ আবু তোফেল মোল্লা বয়স ৬২ বছর মারুফ বিশ্বাস মোল্লা বয়স ৩৭ বছর আকবর বিবি বয়স ৪৫ বছর তারপর বিজেপি নেতৃত্ব এসে হাড়োয়া থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ হাজির হয় তারপর পুলিশ ও বিজেপি নেতৃত্বের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অরুণ হালদার মুই নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বলা হয়েছে বিজেপি নেতা অরুণ বিশ্বাস বলেন আমাদের একটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য সংখ্যালঘু কর্মীদের নিয়ে বুথ মিটিং চলছিল ঠিক সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা অতর্কিত হামলা চালায় এই ঘটনার আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আমি এই ঘটনাকে আমাদের তার পাশাপাশি হাড়োয়া থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের টোটো থেকে ব্যাটারি খুলে বিক্রির অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি - এবার পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের টোটো গাড়ি ও গাড়ির ব্যাটারি বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ, থানায় অভিযোগ দায়ের, অভিযোগের পরেই রাতে টোটো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা, বাধা দিতে গেলে গ্রামবাসীকে মারধোর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার মনুরমাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। প্রধানের নাম- জহিরুল হক মৈল।এলাকার মানুষের অভিযোগ- স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে মনুরমাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২ টি ব্যাটারিচালিত মালবাহী গাড়ি (টোটো) সরকার থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু গত তিন বছর আগে দেওয়া হয় এই গাড়িগুলো। ১২ টি টোটো প্রধান তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটি পার্থক্য করে নিজের নামে রাখে দেয়। কিন্তু জানাগেছে এলাকার মানুষ দেখে ১২টি টোটো থেকে এখন ৩টি টোটো আছে। বাকিগুলি ৯টি টোটো বিক্রি করে দিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এলাকার মানুষ ঘটনা জানতে পেরে বাদুড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের পরেই বাকি ৩ টি টোটো তার বাড়ির সামনে রেখেছিল তারা সকালে মিলে দিয়ে প্রধানের বাড়ির কেরাজে রেখে আসে। সেই সময় গ্রামের একজন গাড়ি দিতে গেলে তাকে মারে বেধড়ক মারধর করা হয়, অসুস্থ গ্রামবাসী প্রথমে বাদুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করে এবং পরে বাদুড়িয়া থানায় মহিলার সাথেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পুরো ঘটনা ঘটিয়ে দেখতে ঘটনা স্থলে আসে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ প্রধান পলাতক।

সুন্দরবন দপ্তরের ত্রাণ চুরির ঘটনায় সাগরে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য-সহ ৪, পলাতক ২

সুপ্রভাত বাংলাঃ সৌরভ নস্কর পাথরপ্রতিমা সুন্দরবন দপ্তরের ত্রাণ চুরির ঘটনায় সাগরে গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য-সহ ৪, পলাতক ২সুন্দরবন দপ্তরের সরকারি ত্রাণ সামগ্রী চুরির ঘটনায় হেলাপাড় সাগর চুকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে অবশেষে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় ধৃতদের মধ্যে অন্যতম সাগর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য বুদ্ধদেব গায়েনিয়া। এছাড়া আরও কয়েক জনকে তৃণমূল কর্মী বিপ্লব মণ্ডল, অরুণিম সেনী এবং তৃপতি মাইতিকে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন দপ্তরের তরফে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী চুরির অভিযোগ নায়েরা করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সাগর থানার পুলিশ শনিবার রাতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে। ঘটনার সঙ্গে আরও দুইজন জড়িত রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। তারা বর্তমানে পলাতক এবং তাদের খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। সরকারি ত্রাণ সামগ্রী চুরির ঘটনায় দুটি পৃথক মামলা রুজু করা হয়েছে। রবিবার সকালে ধৃতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে তাদের কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আদালতে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। এক দায়িত্বশীল

তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও কর্মীদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই চুরির নেপথ্যে আরও কেউ বড় চক্র জড়িত কি না, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

চুরি হওয়া ১৪ টি মোবাইল মালিকের হাতে তুলে দিলো মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ

সুপ্রভাত বাংলাঃ হাসান নস্কর কুলতলী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ সুপার নীপা এক্কাবের কুলতলীর মৈপিঠ কোস্টাল থানার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ১৪ টি হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল ফোনগুলি মালিকের হাতে তুলে দিলেন কুলতলীর মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ অফিসার ২৪ পরগনা দক্ষিণের কুলতলির এই উপমুখ্যমন্ত্রী থানা মৈপিঠ কোস্টাল। থানাইন্সপেক্টর পুলিশ ডিটেকটিভ অধিকারী কুলতলীর মৈপিঠ কোস্টাল থানা এলাকায় । একদিকে মোবাইল চুরি ও হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায় ঘটে । এর ফলে বহু মানুষ মৈপিঠ কোস্টাল থানার পুলিশ অফিসারদের । রবিবার সকালে মানুষ মৈপিঠ কোস্টাল থানায় এসে অভিযোগ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪ দিন আগে নিজের হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অনেকে। পুলিশ জানিয়েছে, হারানো মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ১৪ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এদিন সেগুলি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ আধিকারিকরা জানান, হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধারে আরও অভিযান চলবে। নাগরিকদের সচেতন থাকার এবং সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান পুলিশ আধিকারিকরা।

রায়দিঘীর নিখোঁজ যুবক বাংলাদেশে? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর হস্তক্ষেপের দাবি পরিবারের!

সুপ্রভাত বাংলাঃ [illegible] ২৪ পরগনার রায়দিঘী থানার [illegible] গ্রাম পঞ্চায়েতের [illegible] এক যুবকের নিখোঁজ হওয়া এবং পরে বাংলাদেশ সীমান্ত [illegible] ঘটনায় [illegible] সৃষ্টি হয়েছে। নিখোঁজ যুবকের নাম [illegible] (৩০)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ দিন আগে তিনি [illegible] বাড়ি থেকে বের হন। কারণ থেকেই তার আর কোনো খোঁজ মেলেনি। পরিবারের দাবি, [illegible] নিখোঁজ হয়েছে বলে দাবি। অভিযোগ পরিবারের [illegible] ১০ দিনের মাথায় বাংলাদেশের [illegible] একটি ফোন আসে। ফোনে জানানো হয়, পঞ্চাশক একটি লেনদেনে যুক্ত থাকার দেখা গিয়েছে। এই খবর পেয়ে হতবাক হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। পরিবার জানিয়েছে, [illegible] শারীরিকভাবে অসুস্থ। তিনি কথা বলতে পারেন না এবং [illegible] পারেন না। [illegible] কাজ করেই [illegible]। বৃদ্ধ বাবা এবং [illegible] ও [illegible] বাবা [illegible] ছিলেন তিনি। পরিবারের [illegible], বাড়ির [illegible] ও বাড়ি [illegible] তিনি বাংলাদেশে পৌঁছালেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একই প্রশ্ন, কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে গেলেন তাঁরা? পরিবারের দাবি, প্রশাসন দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে পঞ্চাশকে উদ্ধার করা বাড়ি ফিরিয়ে আনুক। তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এখন সকলের নজর প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকে। পঞ্চাশকে উদ্ধার করতে পারবে কি প্রশাসন, নাকি এর আগেই কোনো [illegible] ঘিরে পরিবার [illegible] করছে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দিকে।

রায়দিঘিতে তৃণমূলের দখলে থাকা পার্টি অফিস পুনর্দখল করলো জাতীয় কংগ্রেস

সুপ্রভাত বাংলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে একটি পার্টি অফিসের দখলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। রবিবার রায়দিঘি বাজারে অবস্থিত একটি পার্টি অফিস জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। রাজ্য কংগ্রেসের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা তাদের পুরনো পার্টি অফিস কড়া আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করেছেন। স্থানীয় জাতীয় কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৮৬ সালে কংগ্রেসের আমলে ওই পার্টি অফিসটি স্থাপিত হয়েছিল। পরে ২০১৭ সালে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার পর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অফিসটির দখল নেয় বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। এরপর থেকেই অফিসটি ফেরত পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন ও আইনি লড়াই চলছিল। অবশেষে জাতীয় কংগ্রেস। রবিবার জাতীয় কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা ওই অফিস দখলীয় পতাকা উড়িয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। ঘটনাস্থলে বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। রায়দিঘির জাতীয় কংগ্রেস নেতা মনিরুল মোল্লা বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পার্টি অফিস ফেরত পাওয়ার জন্য আন্দোলন করেছি। তৃণমূলের আমলে তা সম্ভব হয়নি। আমরা জোর করে কোনও দখল করিনি। আদালতের মাধ্যমে আইনি লড়াইয়ে জয়লাভ করার পরই আমাদের পুরনো পার্টি অফিস পুনরায় নিজেদের দখলে নিয়েছি। গত বছর ধরে আমাদের অফিস অন্যের দখলে ছিল, আজ আমরা তা ফিরে পেলাম।" তবে এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির উপর প্রশাসন নজর রাখছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

তৃণমূলের সমর্থকরা কংগ্রেসে জয়েন করলেন, প্রায় ১৫০ জন

সুপ্রভাত বাংলাঃ

হাসনাবাদের উত্তর ২৪ পরগনা:উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ৫ মার্চ [illegible] সদস্য আমির মহম্মদের হাত ধরে [illegible] পরোনের [illegible] তৃণমূল সমর্থক প্রায় ১৫০ জন মানুষ কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এতদিনকেই [illegible] জিয়াউল মোল্লার নেতৃত্বে, হাত ধরে প্রায় শতাধিক মানুষ যোগদান করলেন কংগ্রেসে। তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য ১ থেকে ২ জন জয়েন করলেন। ভবানীপুর পঞ্চায়েতের সদস্য মোহাম্মদ আজিজুল গাজী, তিনি বলেন তৃণমূলের অত্যাচারের জন্য আমি কংগ্রেসে জয়েন করলাম। আমি কংগ্রেসে জয়েন করে খুবই নিশ্চিন্ত নিরাপদ।

খেলার খবর

নয়া চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে ফরাসি ওপেন

সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ

রবিবার ফরাসি ওপেনের মহিলা সিঙ্গলসের নিশ্চিত হয়ে গেল নয়া চ্যাম্পিয়ন পাওয়ার বিষয়টি। কারণ এদিন তৃতীয় রাউন্ডের লড়াই টিকিয়ে গেলেন চারবারের চ্যাম্পিয়ন ইগা শিয়নটেক। পেলিশ তারকা এদিন হারলেন প্রতিপক্ষ ১৫তম বাছাই মার্কা কোস্টিয়ুকের কাছে। শিয়নটেকের বিপক্ষে ফলাফল 5-7, 1-6। এমনিতেই চলতি মরশুমে ক্লে-কোর্টে লড়ছেন বিশ্বের কয়েকজন কোস্টিয়ুক। সম্প্রতি মাদ্রিদ ওপেন জিতে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় খেতাব ঘরে তুলেছেন তিনি। আর রবিবার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের বাকি পর্বের জন্য বাছাইদের প্রজন্ম বদলে দিলেন ইউক্রেনিয়ান। শিয়নটেককে হারিয়ে চলতি মরশুমে ক্লে-কোর্টে টানা ১৬ ম্যাচ অপরাজিত রইলেন কোস্টিয়ুক। এদিন 5-4 ব্যবধানে এগিয়ে থাকা শিয়নটেকের কাছে সুযোগ ছিল নিজের সার্ভিসকে কাজে লাগিয়ে প্রথম সেট ফুরোয় পুরো নেওয়ার। সেখানে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা তিন গেম জিতে প্রথম সেট নিজের নামে করে নেন কোস্টিয়ুক। দ্বিতীয় সেটের শুরুতে ব্রেক নেন কোর্টের থেকে হয় ইউক্রেনিয়ানকে। কিন্তু এরপর কোস্টিয়ুকের সামনে কার্যত শক্তিশালী চ্যালেঞ্জার চ্যাম্পিয়ন। শিয়নটেকের তিনটি সার্ভিস ব্রেক করে এবং টানা ছাড়ি গেম জিতে শেষ আট নিশ্চিত করেন কোস্টিয়ুক। সেইসঙ্গে আরও একটি অঘটনের সাক্ষী থাকতে হয় চলতি ফরাসি ওপেনকে। এই মুহূর্তে কোস্টিয়ুকের শীর্ষ প্রতিপক্ষে হয়েছেন ইউক্রেনের বিশ্ব ৫৫ইশের জবী। বিশ্বের পঞ্চমের নম্বর তাঁর বুয়ানিয়ের সঙ্গে সমস্যায় ভোগেন তিনি টেনিস উপহার দিয়েছেন। রবিবার দ্বিতীয় শনিবার কোর্ট শিয়নটেককে হারিয়ে 2026 অঙ্কে ওপেনের শেষ দ্বিতীয়বার কোনও মেয়েদের শেষ আটে পৌঁছালেন কোস্টিয়ুক। অন্যদিকে 2020 সালে আত্মপ্রকাশ মরশুমের পর এটিই যেন গারোয়া সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স শিয়নটেকের। সেমাংও তৃতীয় রাউন্ডে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, শনিবার আলকারাজ পেত্রোপোভার কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কোকো গফ। প্রথম সেট জিতেও তৃতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে গেছে হয় মার্কিনীকে। গতের দিনগুলির পর প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ফরাসি ওপেনে একমাত্র টিকে ছিলেন শিয়নটেক-ই।

যুগ্ম-সচিব পদে ফিরলেন শর্মী সেনগুপ্ত

সুপ্রভাত বাংলাঃ বিশেষ প্রতিনিধিঃ

আগামী ১৭ই বছর প্রশাসনিক নির্বাচনের আগে শর্মি সংস্থার যুগ্ম-সচিব পদে থাকছেন শর্মী। শনিবার বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (BOA) অফিসে রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার কার্যকরী সমিতির সদস্যরা আলোচনার বসেছিলেন। সেখানেই সিদ্ধান্তের সমর্থন নিয়ে জিয়াউল শর্মী সেনগুপ্ত। আর্থিকভাবে আগে অভিযোগ করেছিলেন সামনে রেখে আমাকেই যুগ্ম-সচিবের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন শর্মী সেনগুপ্ত। তাঁর পদত্যাগ নিয়ে ছিল তুমুল জল্পনা। শর্মী সেনগুপ্তর পদত্যাগ নিয়ে কিছু না-বলতেও তাঁর মনিটরিংয়ের দাবি ছিল, ক্রমাগত বাইরের চাপে বিরক্ত হয়ে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। অতো তৈরি হয়েছিল প্রশাসনিক অচলাবস্থা। রাজ্য সংস্থার প্রেসিডেন্ট অপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই অবস্থা সামলাতে পারেননি। ফলে অভিজ্ঞ ইঞ্জিন টেবল টেনিস সেক্রেটারিয়েটের স্বার্থ। অবশেষে রাজ্য বদলের সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছিলেন। অবুঝ অভিজ্ঞতার মতো সমাধানমূলক পাওয়ার ইতিমধ্যে সো-অপারেশন সেটার নিয়োগ। এই পরিস্থিতিতে দেখা শর্মী সেনগুপ্তকে ফেরানোর দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। বাইশ সদস্যের কার্যকরী কমিটির সিংহভাগ সদস্য তাঁকে ফিরিয়ে আনার পক্ষে মতামত।

Mobile - 8250733567

Published by Shrawan Kumar Vishwakarma, on behalf of Shrawan Kumar Vishwakarma published from and Printed by Supravat Printers, DVC MORE, KALIPAHARI, N H- 2, ASANSOL, PASCHIM BARDHAMAN, WEST BENGAL-713340

CMD: Shrawan Kumar Vishwakarma
Editor : Sankar Nath Halder